318864 - কুরআন দৈহিক ও আত্মিক রোগের নিরাময়ক এর সপক্ষে প্রমাণ

প্রশ্ন

আপনারা এক ফতোয়ায় সাব্যস্ত করছেন যে, কুরআনে দৈহিক ও আত্মিক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। এর দলীল কী? টাক মাথার চিকিৎসায় কীভাবে কুরআনকে ব্যবহার করা যায়? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

কুরআন নিরাময়ক; যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য নিরাময়ক ও অনুগ্রহ। আর তা যালেমদের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[সূরা ইসরা: ৮২]

এই বক্তব্য দৈহিক ও আত্মিক সব রোগকে অন্তর্ভুক্ত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে নিজের উপর ও নিজ পরিবারের অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর 'মু'আওয়িযাত' (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়তেন। যদি এটি উপকারী না হত তাহলে তিনি তা করতেন না।

মুসলিম (২১৯২) বর্ণনা করেন: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হতেন তখন তিনি 'মু'আওয়িযাত' পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তাঁর রোগ তীব্র আকার ধারণ করল তখন আমি (সূরা) পড়তাম এবং তাঁর বদলে আমি বরকতের জন্য তাঁর হাত দিয়ে তাঁকে মুছতাম।

মুসলিম (২১৯২) বর্ণনা করেন: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি 'মু'আওয়িযাত' সূরাগুলো পড়ে তাকে ফুঁক দিতেন। পরবর্তীতে তিনি যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন তখন আমি তাকে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাত দিয়ে তাঁর দেহে মুছতাম। কেননা আমার হাতের তুলনায় তাঁর হাত অধিক বরকতপূর্ণ।'

ইবনে হব্বিান (৬০৯৮) বর্ণনা করনে: আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করছেনে: একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে প্রবশে করলনে। ঐ সময় একজন নারী তার (আয়শোর) চকিৎিসা করছলি কংিবা তাকে ঝাড়ফুঁক করছলি। তনিি ঐ নারীকে বললনে: "তুমি আল্লাহর কতিাব দয়িে তার চকিৎিসা করো।"

ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "আল্লাহ তা'আলা বলনে: "আমি কুরআন নাযলি করি যা মুমনিদরে জন্য নরিাময়ক ও অনুগ্রহ।"[সূরা ইসরা: ৮২] সঠকি মতানুসারে আয়াতরে مِنْ শব্দটি "জাত" বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ছে;ে "অংশ বশিষে" বুঝাতে ব্যবহৃত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলনে:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

"হে লোকেরো! তোমাদরে কাছে তোমাদরে প্রভুর কাছ থকেে উপদশেবাণী এবং অন্তররে ব্যাধরি নরিাময়ক এসছে।ে"

সুতরাং কুরআন সকল প্রকার আন্তরকি ও দহৈকি এবং ইহলৌককি ও পারলৌককি রোগরে চকিৎিসা।

তবে সবাই কুরআন দয়িে চকিৎিসা গ্রহণরে উপযুক্ত হয়ে ওঠে না এবং সবার সইে তাওফকি হয় না।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে এর মাধ্যমে চকিৎিসা গ্রহণ করতে পারে এবং আন্তরকিতা, ঈমান, পূর্ণভাবে গ্রহণ, দৃঢ় বশি্বাসরে সাথে এবং অন্য শর্তগুলো পূরণ করে নজিরে রোগরে নরিাময়ক হসিবেে গ্রহণ করতে পারে তাহলে কোন রোগ কখনো কুরআনরে সাথে পরেে উঠবে না।

রোগ কী করে আসমান-যমীনরে রবরে বাণীর সাথে লড়াই করব!ে যে বাণী পাহাড়রে উপর নাযলি হলে পাহাড়কে বদিীর্ণ করে ফলেত কংিবা যমীনরে উপর নাযলি করা হলে জমনিকে খণ্ডবখিণ্ড করে ফলেত!

অন্তর ও দহেরে যে কোনো রোগরে ঔষধরে, রোগরে কারণরে এবং রোগ থকেে সুরক্ষার নর্দিশেনা রয়ছেে কুরআনে; তবে যাকে আল্লাহ কুরআন বুঝার তাওফকি দয়িছেনে তার জন্য।"[যাদুল মা'আদ (৪/৩২২) থকেে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহ যাদুল মা'আদ (৪/২২) গ্রন্থে বলনে: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তনিভাবে রোগরে চকিৎিসা করতনে:

এক: প্রাকৃতকি ঔষধরে মাধ্যমে।

দুই: ঐশী ঔষধরে মাধ্যমে।

তনি: উভয়টরি সমন্বয়ে।"[সমাপ্ত]

এরপর তনিি বলনে (৪/১৬২): ‘সর্পরে দংশনে আক্রান্ত ব্যক্তকিে সূরা ফাতহিার মাধ্যমে রুকইয়া করানোর ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ সংক্রান্ত অধ্যায়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমিে আবু সাঈদ খুদরী রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি আছে, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে একদল সাহাবী কোন এক সফরে বরেয়িছেলিনে। তারা এক বদেুঈন পল্লীতে তাদরে মহেমান হতে চাইলনে। কন্তিু বদেুঈনরা তাদরে মহেমানদারি করতে অস্বীকার করল। ঐ পল্লীর সরদারকে কোনো কছিু কামড় দয়ে। পল্লীর লোকরো তার (আরোগ্যরে) জন্য সব ধরনরে চষ্টো করে। কন্তিু কছিুতইে কোন উপকার হয় না! তখন তাদরে কউে একজন বলল: ‘যে কাফলো এখানে তাঁবু গড়েছে তোমরা তাদরে কাছে গলেে হয়ত তাদরে কারো কাছে কছিু জানা থাকতে পার।ে’ তখন তারা কাফলোর কাছে গয়িে বলল: ‘হে যাত্রীদল! আমাদরে সরদারকে কোনকছিু দংশন করছে,ে আমরা সব রকমরে চষ্টো করছে,ি কন্তিু কছিুতইে উপকার হচ্ছে না, তোমাদরে কারো কাছে কছিু জানা আছে কী?’ তাদরে (সাহাবীদরে) একজন বললনে: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি রুকইয়া (ঝাড়-ফুঁক) করতে পারি। আমরা তোমাদরে কাছে মহেমানদারি কামনা করছেলিাম; কন্তিু তোমরা আমাদরে জন্য মহেমানদারি করনোি। কাজইে আমি রুকইয়া করব না যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদরে জন্য পারশ্রিমকি নর্িধারণ কর। তখন তারা একপাল বকরী দয়োর শর্তে রুকইয়া করতে চুক্তবিদ্ধ হল। তারপর তনিি গয়িে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ “আলহামদু লল্লিাহি রাব্বলি আলামীন” (সূরা ফাতহিা) পড়ে তার উপর ফুঁক দতিে লাগলনে। ফলে সে (এমনভাবে নরিাময় হল) যনে বন্ধন হতে মুক্ত হল এবং সে এমনভাবে চলতে লাগল যনে তার কোন কষ্টই ছলি না। (বর্ণনাকারী বলনে:) তারপর তারা তাদরে চুক্তকৃিত পারশ্রিমকি পুরোপুরি দয়িে দলি। তখন কাফলোর কউে কউে বললনে: বকরীগুলো বণ্টন করে দাও। কন্তিু যনিি রুকইয়া করছেলিনে তনিি বললনে: এখন বণ্টন করবে না। আগে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে গয়িে তাঁকে এই ঘটনা জানাই এবং দখেি যে, তনিি আমাদরে কী নর্িদশে দনে। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলনে। তনিি [নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললনে, “তুমি কিভিাবে জানলে যে, সূরা ফাতহিা একটি রুকয়িার দু‘আ?” তারপর বললনে: তোমরা ঠকিই করছে। তোমরা বকরীগুলো বণ্টন করো এবং তোমাদরে সাথে আমাকওে একটা ভাগ দওি।”

ইবনে মাজাহ ‘সুনান’ গ্রন্থে আলী রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “সর্বোত্তম ঔষধ হচ্ছে কুরআন।”

এটি জ্ঞাত বষিয় যে কছিু কথার বশিষেত্ব ও পরীক্ষতি উপকার রয়ছে,ে তাহলে জগতসমূহরে প্রভুর কথার ক্ষত্রেে কী ধারণা হওয়া উচতি?! সৃষ্টরি উপর যমেন আল্লাহর মর্যাদা তমেনি সকল কথার উপর তাঁর কথার মর্যাদা। যে বাণী হচ্ছে পরপিূর্ণ নরিাময়ক, উপকারী সুরক্ষা, দকি-নর্িদশেক আলো ও ব্যাপক অনুগ্রহ, যে বাণী কোনো পাহাড়রে উপর নাযলি হলে সে বাণীর মাহাত্ম্য ও শ্রষ্ঠেত্বরে কারণে পাহাড় খণ্ড-বখিণ্ড হয়ে যতে।

আল্লাহ তা’আলা বলনে: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ “আমি এমন কুরআন নাযলি করি যা মুমনিদরে জন্য

নরিাময়ক ও অনুগ্রহ।”[সূরা ইসরা: ৮২] এ আয়াতে مِنْ শব্দটি "জাত" বোঝানোর জন্য; "কছিু" বোঝানোর জন্য নয়। এটি দুটো অভমিতরে মাঝে বশিুদ্ধতম মত। যার উদাহরণ পাই আমরা (সাহাবীদরে প্রসঙ্গে) আল্লাহ তাআলার নম্নিোক্ত বাণীতে: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا “(তাদরে মধ্যে) যারা ঈমান এনছে ও সৎকাজ করছে আল্লাহ তাদরেকে ক্ষমা ও এক মহান পুরস্কাররে (জান্নাতরে) প্রতশ্রিুতি দয়িছেনে।”[সূরা ফাতহ: ২৯] এখানে من (তাদরে মধ্যে) দ্বারা "কছিু" সাহাবী বোঝানো উদ্দশ্যে নয়; কারণ সাহাবীরা তো সবাই ঈমান এনছে ও নকে কাজ করছে।

সুতরাং সূরা ফাতহিার ব্যাপারে কী ধারণা হতে পার!! যার অনুরূপ কোনো কছিু না কুরআনে, না তাওরাতে, না ইঞ্জলিে আর না যাবূরে আল্লাহ নাযলি করছেনে। যে ফাতহিা আল্লাহর কতিাবরে সব মর্মকে ধারণ করে আছ। যাতে রয়ছেে আল্লাহ তাআলার মৌলকি ও সামগ্রকি অর্থবোধক নামসমূহ। সইে নামগুলো হচ্ছ: الله (আল্লাহ), الرب (রব্ব), الرحمن (আর-রহমান)। যাতে রয়ছেে পরকালকে সাব্যস্তকরণ, দুই প্রকার তাওহীদ তথা তাওহীদে রুবুবয়িাহ (প্রভুত্বে এককত্ব) ও তাওহীদে উলূহয়িাহ (উপাসনায় এককত্ব)। যাতে রয়ছেে সাহায্য চাওয়ার ক্ষত্রেে আল্লাহর কাছে নজিরে অসহায়ত্ব প্রকাশ, হদোয়াত প্রার্থনা করা এবং এক আল্লাহকে এর জন্য নর্দিষ্টি করা।”

এক পর্যায়ে তনিি বলনে: “মক্কায় থাকাকালীন আমি একবার অসুস্থ হয়ছেলিাম। কোনো চকিৎিসক ও ঔষধ পাচ্ছলিাম না। তখন আমি এই সূরা দয়িে নজিরে চকিৎিসা করছলিাম। একটুখানি যমযম পানি নয়িে তাতে বশে কয়কে বার সূরা ফাতহিা পড়ে পান করতাম। এর মাধ্যমে আমি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি। পরবর্তীতে অনকে ব্যথা-বদেনার ক্ষত্রেে আমি এর উপর নর্িভর করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা ব্যাপক উপকৃত হলাম।”[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “আল্লাহ তা’আলা এমন কোনো রোগ নাযলি করনেনি যার কোনো ঔষধ তনিি নাযলি করনেনি। কউে সে ঔষধ জান, আর কউে সে ঔষধ জানে না। মহান আল্লাহ তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে প্রতি যে কুরআন-সুন্নাহ অবতীর্ণ করছেনে তাতে মানুষরে যত সব রোগরে অভযিোগ করে সকল দহৈকি ও আত্মকি রোগরে চকিৎিসা রখেছেনে। আল্লাহ এর মাধ্যমে তার বান্দাদরে উপকার করছেনে। এর মাধ্যমে এমন কল্যাণ সাধতি হয়ছেে যার পরমিাণ আল্লাহ ছাড়া কউে জানে না।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়া ইবনে বায (৩/৪৫৩)]

দুই:

কুরআনরে মাধ্যমে শারীরকি রোগরে চকিৎিসার ক্ষত্রেে পরীক্ষতি একটি নমুনা হচ্ছ: কুরআনরে কছিু আয়াত একটি কাগজে লখিে সটেকিে পানতিে রখেে তারপর সইে পানরি মাধ্যমে চকিৎিসা গ্রহণ করা।

ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘সালাফদরে একদল কুরআনরে কছিু অংশ লখিে তা পান করার ক্ষত্রেে ছাড় দয়িছেনে। তারা মনে করনে য, এটি কুরআনে আল্লাহ প্রদত্ত নরিাময়রে অন্তর্ভুক্ত।

সন্তান প্রসবে কাঠন্যিরে চকিৎিসার জন্য একটি পরষ্কিার পাত্রে লখিবে:

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

“যখন আসমান বদিীর্ণ হবে ও তার প্রভুর আদশে পালন করবে এবং তাকে এটা করতইে হবে। আর যখন যমীনকে প্রসারতি করা হবে এবং সে তার ভতেররে সবকছিু বরে করে দয়িে শূন্য হয়ে যাবে ও তার প্রভুর আদশে পালন করবে এবং এটা তাকে করতইে হবে।”[সূরা ইনশক্বিাক, আয়াত: ১-৫] তারপর প্রসূতি নারী তা পান করবে এবং তার শরীররে উপর ছটিয়িে দওেয়া হবে।

নাকরে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত ব্যক্তরি জন্য লখিন:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যিা রাহমিাহুল্লাহ তার কপালে লখিে দতিনে:

وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

“এরপর বলা হলো: হে পৃথবিী! তোমার পানি গলিে ফলে, আর হে আকাশ! (বর্ষণ) বন্ধ করো। অতঃপর পানি শুকয়িে গলে, (নূহরে সম্প্রদায়রে কাফরেদরে ডুবয়িে মারার) কাজ সম্পন্ন হলো এবং জাহাজ জূদী পাহাড়ে গয়িে ঠকেল।” [সূরা হুদ, আয়াত: ৪৪] আমি তাকে বলতে শুনছে: আমি একাধকি ব্যক্তকিে এটি লখিে দওেয়ার পরে তারা সুস্থ হয়ছে। তারপর তনিি বলনে: তবে নাকরে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত ব্যক্তরি রক্ত দয়িে এটি লখো যাবে না; যমেনটি অজ্ঞরা এটি করে থাকে। কারণ রক্ত নাপাক। নাপাক দয়িে আল্লাহর বাণী লখো জায়যে নইে।

দাঁত ব্যথার জন্য লখিন: যে গালরে পাশে ব্যথা সখোনে লখিবে: بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (বসিমল্লিাহরি রাহমানরি রহীম):

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

“বলুন, তনিইি তোমাদরেকে সৃষ্টি করছেনে এবং তোমাদরেকে কান, চোখ ও অন্তর দয়িছেনে। তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।” [সূরা মুমনিূন, আয়াত: ৭৮]

অথবা চাইলে লখিবে:

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“রাতে ও দনিে যা কছিু থাকে তা তাঁরই। তনিইি সবকছিু শোনে, সবকছিু জাননে।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৩]

গজয়িে ওঠা ফাঁড়ার জন্য লখিন: ফাঁড়ার উপর লখো হবে:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

“তারা তোমার কাছে পাহাড়-পর্বত সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। তুমি বলো: আমার রব সগেুলোকে বস্িফোরতি করে ছড়য়িে-ছটিয়িে দবিনে। তারপর সগেুলোকে তৃণবহীন সমতলভূমি করে রাখবনে। তাতে তুমি কোনো বক্রতা বা অসমতা দখেবে না।” [সূরা ত্বহা, আয়াত: ১০৫-১০৭] [যাদুল মা’আদ (৪/৩২৭-৩২৯) থকেে সমাপ্ত]

তনি:

আমরা কুরআনে টাক মাথার কোনো চকিৎিসা পাইনি। কন্িতু ইতঃপূর্বে যমেনটি উল্লখে হয়ছেে যে কুরআনই নরিাময়ক, যদি দৃঢ়বশ্িবাসরে সাথে আল্লাহর কাছে নষ্ঠিাভরে কউে আশ্রয় চায়। তারপর সুস্থতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনরে ইচ্ছা এবং নর্িধারণ অনুসারে হবে; যমেনটি মানুষরে ব্যবহার্য অন্য সকল বস্তুগত ঔষধরে ক্ষত্রেে ঘটে থাকে। মানুষ অভজ্িঞ ডাক্তাররে পরামর্শ অনুযায়ী কত কত বস্তুগত ঔষধরে মাধ্যমে চকিৎিসা নয়ে, তারপরওে সে সুস্থ হয় না। তাই বলে কি এই ঔষধ চকিৎিসার মাধ্যম হতে কোনো বাধা আছে? কংিবা এ কারণে কি ডাক্তাররে জ্ঞানরে ব্যাপারে আপত্তি করার কোন সুযোগ আছে?!

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।